দীর্ঘকাল ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
**পণ্ডিত-প্রেস**
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

**বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক**
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২২শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭৫ ইং 7th Aug. 1968 { ১৩শ সংখ্যা


সকল ঘরের তরে...
**দীপ্তি লণ্ঠন**
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

**রান্নায় আনন্দ**
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.
**খাস জনতা**
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

**এই তো খেলার দিন—**
ফুটবল, বুট, এ্যাংক্লেট, হোস্
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ



স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

## বনমহোৎসব

--০—

উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজুতে সহস্বতি।
যথা নঃ সুমনা অসো যথা নঃ সুফলা ভূবঃ॥

ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত ও সমুত্থিত তোমার সকল পর্ণ, সৌভাগ্যের তুমি হেতুভূতা, সর্বজয়ী-সর্বসহা তোমার শক্তি। হে দেবপ্রেরিত বৃক্ষ, আমাদিগের নিকট সুফলা হও, তোমার সহিত আমাদের অন্তরে অন্তরে প্রীতির যোগ হউক।

বনমহোৎসব সমাগত। বৎসরান্তের এই শুভ-উৎসবে বনলক্ষ্মীকে আমরা প্রণাম জানাই, আর তারই সঙ্গে শিশুতরুদের নবরোপণে আবাহন করি,—

"আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহ সঙ্গ নে চল্ আমাদের ঘরে চল্॥"

জাতীয় অনুষ্ঠান হিসাবে বনমহোৎসব পালন করছি আমরা উনিশ বছর ধরে এবং এই উপলক্ষে প্রতি বছরই নূতন নূতন ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। জনসাধারণও যে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছেন তা বোঝা যায় বৃক্ষরোপণের হিসাব থেকে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বনস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। বহু পূর্ব্বেই এই শুভ অনুষ্ঠানে উৎসবায়োজনের সূচনা করেছিলেন তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনে। তিনি জানতেন এই ভূমির অন্তরেই লুকানো আছে শত সহস্র মানুষের ভূমা ঐশ্বর্য্য—"তব প্রাণে প্রাণবান, তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান্, সজ্জিত তোমার মাল্যে ...ওগো মানবের বন্ধু।" এই মানববন্ধু 'বৃক্ষ' মানবজাতির আদিম কাল থেকেই যুগিয়ে আসছে ইন্ধন, ঘরবাড়ির উপাদান, জলযান, আসবাব ইত্যাদি। এই বৃক্ষ মাটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, মাটিতে জল সঞ্চিত করে, মাটিকে করে উর্বর। গাছ মানুষকে যোগায় নানা রোগের প্রতিষেধক, আর প্রকৃতিকে করে স্নিগ্ধা, শ্যামলা, সুজলা, সুফলা, সুখদা। কিন্তু অযত্ন এবং যথেচ্ছ বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে প্রকৃতি হয়েছে রুক্ষ, মাটি হয়েছে অনুর্বর, "ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়" বহু জনপদ হয়েছে মরুর কবলে বিলুপ্ত।

নদীতীরে যে মাটির বাঁধন আলগা, তাকে বর্ষার ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে তীরস্থিত বড় বড় গাছের শিকড়। দুঃখের বিষয়, জ্বালানির প্রয়োজনে আমাদের নদীর ধারের এই অতি প্রয়োজনীয় গাছ গুলোকে কেটে ফেলে, সে জমিকে অরক্ষিত এবং দুর্বল ক'রে দেওয়া হয়েছে। ফলে নদীর ধারের জায়গায় যে সব সবজি এবং অন্যান্য ফসল জন্মাতে পারত তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং উর্বর মাটি নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। বন কোন খনিজ সম্পদের মত নয় যে উত্তোলনে তা একদিন শেষ হয়ে যাবে। বৃক্ষচ্ছেদনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন চারা রোপণ করা মাটিতে প্রয়োজন মত সার দেওয়া এবং চারা অবস্থায় তার যত্ন নেওয়া—এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই বনসম্পদকে স্থায়িভাবে রক্ষা করা যায়।

গাছ লাগানোর আগে একটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার যে, জমির উপযোগিতা হিসাবে যেন গাছ লাগানো হয়। যেমন পতিত জমি এবং পাহাড়ী ঢালু অঞ্চলে এ ধরণের গাছ লাগাতে হবে যা সহজে বড় হ'তে পারবে, কৃষির উপযুক্ত জমিকে রক্ষা করতে পারবে, যা থেকে গৃহপালিত পশুর খাদ্য হবে, জমির সার বাড়বে, যা বাড়ীঘর তৈরীর কাঠ দেবে, জ্বালানি দেবে, আর আমাদের ফল যোগাবে, ঔষধ যোগাবে। "শতবর্ষে হবে গত, রেখে যাব আমাদের প্রীতি শ্যামল লাবণ্যে তব, সে যুগের নূতন অতিথি বসিবে তোমার ছায়ে। সে দিন বর্ষণ মহোৎসবে আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে দিকে দিকে বিশ্বজনে।" গাছ লাগাবার মোটামুটি নিয়মগুলো সকলের জানা দরকার। সংক্ষেপে সেগুলো দেওয়া হ'ল:

### চারা লাগাবার জমি তৈয়ার

প্রায় সব জায়গাতেই চারা লাগানো যেতে পারে—যদি না সেখানে জল জমে। রাস্তার ধারে, জলার পাড়ে, বাড়ীর সীমানায়, খোলা জমিতে—সব জায়গাতেই চারা লাগানো চলে। তবে, লাগাবার পরেই যেটা প্রয়োজন, সেটা হল, ছাগল-গোরুর মুখ থেকে চারাগুলোকে বাঁচানো। বেড়া দিয়ে ঘিরে না রাখলে গাছ বাঁচানো শক্ত। বাঁশ, ইট, কাঁটাতার বা বোনাতার—এসব না পেলে কুলকাঁটা, বাবলাকাঁটা, মাদারকাঁটা প্রভৃতি দিয়েও বেড়া দেওয়া যেতে পারে, যখন এবং যেখানে যেমন সুবিধা। জমি যদি লম্বা হয় আর চওড়ায় কম হয়, তা হ'লে তাতে সোজা সারি ধরে ১২ ফুট অন্তর গাছ লাগানো যেতে পারে। জায়গা লম্বা-চওড়ায় বেশি থাকলে ৯ ফুট অন্তর লাগানোই ভাল; এক সারি থেকে অপর সারির ব্যবধানও থাকবে ৯ ফুট। চারার জন্য দরকার এক ফুট আন্দাজ গভীর গর্ত্ত, তার ব্যাসও হবে ১ ফুট। মাটি ভাল ক'রে মিশিয়ে ঝুরো করে আবার গর্ত্ত ভ'রে ফেলতে হবে। যেখানে জমির জোর কম সেখানে সার (যথা গোবর) মেশাতে হবে।

### লাগাবার আগে চারার যত্ন

গাছের চারা ৬ ইঞ্চি থেকে ২ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হ'তে পারে। ওগুলো পাঠানো হবে শেকড় মাটি দিয়ে ঢেকে, ঝুড়িতে করে বা চটে মুড়ে। লক্ষ্য রাখবেন যেন মাটি সব সময় ভিজে থাকে এবং পুঁতবার আগে পর্য্যন্ত চারাগুলো যেন ছায়ায় থাকে। শুকিয়ে যেতে দেখলে জল দিতে হবে—গাছে এবং শেকড়ের মাটিতে। তারপর মাটিগুলো জলে ডুবিয়ে ছাড়িয়ে ফেলতে হবে—সযত্নে চারা থেকে আলাদা ক'রে। একেবারে সব মাটি পরিষ্কার করার দরকার নেই। শেকড় যেন জখম না হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে।

### চারা বসানো

মেঘলা দিনে সারাদিন চারা লাগানো যেতে পারে; তা না হ'লে বিকেলের দিকেই লাগানো ভাল—ধরুন, তিনটের পর। মাটি দেবার সময় দেখতে হবে যেন শেকড়গুলো ডাল ছড়িয়ে থাকে, আর চারার ঠিক গোড়া পর্য্যন্ত যেন মাটির নীচে থাকে। তারপর মাটি দিয়ে গর্ত্তটি শক্ত ক'রে বুজিয়ে দিতে হবে। ছোট ঝাঁকড়া শেকড়ওয়ালা চারা সোজাসুজি পুঁতলেই হবে। যেগুলো বেশী লম্বা, সেগুলো কেটে পোঁতা চলে। ধারালো ছুরি দিয়ে শেকড়ের উপরে কাণ্ড থেকে ১ ইঞ্চি রেখে

এবং শেকড়ের ৯ ইঞ্চি রেখে তেরচা করে কেটে নিয়ে পুঁততে হয়। মূল শেকড় রেখে অন্যান্য শেকড়ও কেটে কেটে ফেলা চলতে পারে। এভাবে শিশু, বাবলা, সেগুন, শিরীষ, মেহগনি, জারুল, চাঁপা, টুন, গামরী প্রভৃতি গাছ সুন্দরভাবে লাগানো যায়।

গাছের যত্ন

গাছ পুঁতে বেশ কিছুদিন জল দেওয়া দরকার। পরে যেমন যেমন দরকার তেমনি জল দিলেই হবে। তা ছাড়া ২-৩ বছর এগুলোকে আগাছা নিড়িয়ে ভালভাবে বেড়ে উঠতে দিতে হবে।

গাছ হিসেবে জমি নির্বাচন

সেগুন, শিশু, মেহগনি, গামারী ও জারুল গাছ দার্জিলিঙের পাহাড়ী অঞ্চল ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলোতেই পাওয়া যায়। সেগুন ও গামারী গাছের জন্য সেই জমিই সব চেয়ে ভাল যে জমিতে জল দাঁড়ায় না। শিশুগাছ শুকনো আবহাওয়া ও শুকনো জমি বেশ বরদাস্ত করতে প্যরে। মেহগনি ও জারুল ভিজে মাটিতে চলতে পারে। চাঁপাগাছ বেশী দেখা যায় বাঙলার উত্তর অঞ্চলে। এ গাছ দেখতে খুব সুন্দর এবং এতে চমৎকার ফুলও ফোটে। বাড়ীর চারপাশে এগুলে লাগানো যেতে পারে। যে জমিতে জল দাঁড়ায়, হিজল সেখানে বেশ হয়। মিঞ্জরি, শিরীষ, রাধাচূড়া, মাদ্রাজ থর্ন,, অর্জ্জুন এবং আকাশমনি গাছ জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন মেটাবার জন্য লাগানো যেতে পারে। অর্জ্জুনের ছাল ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যে সব জায়গায় ছায়ার দরকার—যেমন পথের ধার—তেমন জায়গায় লাগাবার পক্ষে 'রেইনট্রি'ই সব চেয়ে ভাল। এগুলোর জন্যে গভীর এবং আল্‌গা মাটিওয়ালা জমির প্রয়োজন।

নদীর ধারে বা পুকুরের পাড়ে জন্মানোর উপযোগী গাছ হচ্ছে শিশু ও বাবলা। ফল ধরে এমন গাছের মধ্যে রাস্তার ধারে লাগানো যেতে পারে আম, তেঁতুল, কাঁঠাল, কালজাম ইত্যাদি। কাজু বাদাম বিশেষ করে শুকনো আবহাওয়ায় জন্মায়। যেখানে মাটিতে বালির ভাগ বেশী - যেমন সমুদ্রতীরে—সেখানে ঝাউগাছ জন্মায়। এই রকম মাটিতে—যদি বাতাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে তা হ'লে—কাজু বাদামের গাছও জন্মাতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে কাজু বাদামের গাছ ঝড় সহ্য করতে পারে না।

## মির্জাপুরে বনমহোৎসব

গত ৩১শে জুলাই বুধবার বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকায় মির্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যগণের উদ্যোগে পাঠাগার প্রাঙ্গণে ঊনবিংশতিতম বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত ও রঘুনাথগঞ্জ ১নং আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি শ্রীদেবব্রত ঘোষাল মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং মহকুমা শাসকের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী দাশগুপ্ত মহাশয়া বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

উক্ত সভার মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্রখানির নিম্নরেখ শব্দগুলির প্রতি শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার মির্জাপুর (গ্রামীন) এর মাননীয় সম্পাদক শ্রীসুদর্শনধারী সাহা মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। একখানি ক্ষুদ্র পত্রে বর্ণাশুদ্ধি পাঠাগারের পক্ষে নিন্দনীয় নহে কি ?

সুধী,

আগামী ৩১শে জুলাই বুধবার '৬৮ বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকায় শিবরাম স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যগণের উদ্যোগে পাঠাগার প্রাঙ্গণে ঊনবিংশতিতম বনমহোৎসব উদ্-যাপিত হইবে। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় মহকুমা শাসক শ্রীযুক্ত অসিতরঞ্জন দাসগুপ্ত (M. A.; W. B. C. S) মহাশয় ও রঘুনাথগঞ্জ আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবব্রত ঘোষাল মহাশয় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করিবেন। মাননীয়া শ্রীমতি দাশগুপ্ত মহাশয়া বিশিষ্ঠ অতিথির আসন গ্রহণ করিবেন।

আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

বিনীত—

মির্জাপুর
২৭।৭।৬৮

শ্রীসুদর্শনধারী সাহা, সম্পাদক
শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার
মির্জাপুর (গ্রামীন)

## রঘুনাথগঞ্জে পানামা সার্কাস

আগামী ১০ই আগষ্ট শনিবার হইতে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে সুপ্রসিদ্ধ "পানামা সার্কাস" নানাবিধ চিত্তাকর্ষক খেলা দেখাবে।

## জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে রিক্সাচালকদের দৌরাত্ম্য

রিক্সাচালকদের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে এমন জায়গায় এসেছে যে এর প্রতিবাদ না করলে ট্রেণের সাধারণ যাত্রীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ শহর থেকে ষ্টেশনের ভাড়া ঠিক করে দিয়েছেন কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় রিক্সাচালকেরা সেই ভাড়ায় যাত্রী নিতে স্বীকার করে না, বাধ্য হয়ে তাদের বেশী ভাড়া দিয়ে আসতে হয়। কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে রাত্রি ১০টার ট্রেণে কোন রিক্সাই থাকে না। তারা হয় 'লেভেল-ক্রসিং' এর কাছে কিংবা অন্য কোন স্থানে গোপনে অবস্থান করে। এই অবস্থায় ট্রেণের যাত্রীরা বড়ই বিপদে পড়েন এবং রিক্সার সন্ধানে যখন তাঁরা যান তখন রিক্সাচালকেরা গোপন স্থান থেকে বেড়িয়ে এসে দ্বিগুণ ভাড়া দাবী করে। স্বাধীন দেশে এই প্রকার ব্যবস্থা চলতে দেওয়া কিংবা বরদাস্ত করা মানে গণতন্ত্রের অবমাননা করা। তাই আমাদের মনে হয় পূর্ব্বের মত ষ্টেশনে মোটর বাসের ব্যবস্থা করলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়। মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যান-বাহন, সেই যানবাহন যদি মানুষের লাঞ্ছনার কারণ হয় তবে তা থাকা না থাকা সমান। আমরা নবাগত মহকুমা-শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করছি যে স্থানীয় মোটর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরামর্শ করে অচিরে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে মোটর বাস চলাচলের ব্যবস্থা করুন।

**Skhalipur Jr. High School.**
(Proposed High School)
P. O. Skhalipur, Dt. Murshidabad.

WANTED one B. A. in deputation vacancy, an experienced S. F. or Higher Secondary or P. U. passed clerk and one F. M. passed Maulavi in permanent vacancies for above institution. Apply immediately to the Secretary.

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

**আমলা** কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

---

অম্বলের যম **আরকানা** অম্বলের যম

অম্লশূল, পিত্তশূল, টক-বমি, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, লিভার ব্যথা ও যাবতীয় পেটবেদনায় আশু ফলপ্রদ সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাইবেন

**ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও**

**সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত**

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

---

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

**সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়**

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

# আর্ট ইউনিয়ন

লিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

---

হাতে কাটা
**বিশুদ্ধ পৈতা**
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

---

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

*ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের*

**পামারি**

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ


---


*জঙ্গিপুর সংবাদ* সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পো: রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

---

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।